সংবাদ

তারিখ ... 27 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ .....

সম্পাদকীয়

সৃজনশীল পদ্ধতি কার্যকর করতে হলে দক্ষ শিক্ষক ও প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই

শিক্ষার পদ্ধতি তা যতই ভালো ও বিজ্ঞানসম্মত হোক, শুরু থেকেই যদি তার প্রায়োগিক দুর্বলতা থাকে তা হলে তার কার্যকারিতা আর থাকে না। যার বড় প্রমাণ বহুল আলোচিত, কথিত ও মূল্যায়িত শিক্ষাদানের সৃজনশীল পদ্ধতি। এই পদ্ধতির কার্যকারিতা বর্তমানে ব্যাপকভাবেই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে। সহযোগী দৈনিক গত রোববার জানিয়েছে, ৬ বছরে সৃজনশীল ব্যবস্থার মতো আধুনিক পদ্ধতিটির মাত্র ২৫ ভাগ বাস্তবায়ন করা গেছে। ক্লাসে পড়ানো, প্রশ্ন তৈরি এবং পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে দক্ষ শিক্ষকের অভাবই সৃজনশীল পদ্ধতির মুখ থুবড়ে পড়ার প্রধান কারণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বলা হচ্ছে শিক্ষকদের দুর্বল প্রশিক্ষণ ও ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনার কারণে এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের কাছে বোঝায় পরিণত হয়েছে। এ অবস্থায় কাজ চালিয়ে নেয়ার জন্য শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর গাইড বইয়ের ওপর নির্ভরশীলতা বেড়েছে। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গাইড বই অনুসরণ করে ক্লাসে পাঠদান এবং প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে। একইভাবে বেড়েছে কোচিংনির্ভরতা। নতুন এ ব্যবস্থায় শহরের চেয়ে গ্রামের শিক্ষার্থীরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

আমরা মনে করি, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ না দিয়ে এই পদ্ধতি প্রবর্তন করাই ভুল হয়েছে। ৬ বছর ধরে বিভিন্ন শ্রেণীতে যোগ হয়েছে নতুন নতুন পাঠ্যবই। কিন্তু এসব বিষয়ে কোন শিক্ষক তৈরি করা হয়নি। স্কুলপর্যায়ে সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরি এবং পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন যথাযথ হচ্ছে কি-না তা মনিটর করা হয়নি। প্রকাশিত খবরে আরও বলা হয়েছে, জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি এবং সমমানের পরীক্ষাগুলোর প্রশ্ন তৈরি এবং উত্তরপত্রের মূল্যায়নের বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে নেয়া হয়নি।

সবাইকে প্রস্তুত না করে এই পদ্ধতিতে যাওয়া যে ঠিক হয়নি খবরানুযায়ী শিক্ষামন্ত্রীও তা স্বীকার করলেন।

বাস্তবে শিক্ষকদের যতটুকু প্রশিক্ষণ হয়েছে তাও পর্যাপ্ত নয়। মাত্র তিন দিন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তার মধ্যে দেখা গেছে কিছু ব্যক্তির মধ্যেই এই প্রশিক্ষণ সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের অভাবই সৃজনশীল পদ্ধতি কার্যকর না হওয়ার প্রধান কারণ। আবার গ্রাম পিছিয়ে পড়েছে। গ্রামের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা সার্বিক অর্থে প্রশিক্ষণ পায়নি এবং পাচ্ছেও না।

শিক্ষা বিভাগের অনেক কর্মকর্তা এও বলেছেন, সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি আয়ত্তে নেয়ার মতো সক্ষমতাও অনেক শিক্ষকের নেই। তাঁরা পদ্ধতিটি বোঝেন না এবং গোঁজামিল দিয়ে পড়াচ্ছেন। অনেকে এমন মন্তব্যও করেছেন, আগের পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা কিছু হয়তো শিখতো। শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতার অভাবে সৃজনশীল পদ্ধতিতে সেটা আর একেবারেই হচ্ছে না।

তারপরেও সৃজনশীল পদ্ধতি বাতিল করতে আমরা বলব না। কারণ এই পদ্ধতি আধুনিক। যুগোপযোগী ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনে এর কার্যকারিতা অনস্বীকার্য। কিন্তু বর্তমানে প্রায়োগিক দুর্বলতার কারণে প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে না। এর জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যবস্থাপনাগত পরিকল্পনার অভাবই দায়ী বলে আমরা মনে করছি। আমরা এটাও বিশ্বাস করি, যেকোন পদ্ধতি চালু করার সময় অনেক সীমাবদ্ধতা থাকে। পরে ধীরে ধীরে তা কেটে যায়। শুধু দেখা দরকার এর জন্য সংশ্লিষ্ট মহলের আন্তরিকতা ও পরিশ্রমী উদ্যোগ আছে কি-না। সেই বিবেচনায় ৬ বছরের অগ্রগতি আমাদের হতাশই করেছে। এটা কাটাতে হলে প্রথমত: দক্ষ ও মেধাবী শিক্ষক নিয়োগে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। সেখানে ন্যূনতম স্বজনপ্রীতি ও দলীয় প্রভাব মোটেই স্থান পাবে না। শুধু দক্ষতা ও সক্ষমতার ভিত্তিতেই শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। শিক্ষকদের সৃজনশীল পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে গ্রাম ও শহরের মধ্যে বৈষম্য করা চলবে না। প্রশিক্ষণ দানের ক্ষেত্রেও স্বজনপ্রীতি বন্ধ করতে হবে। আন্তরিক ও কার্যকর উদ্যোগ নিয়ে দ্রুতই সমস্যার সমাধান করতে হবে।